শাবান মাসের ফাজায়েল ও আহকাম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সকল সাহাবী ও তাঁর সঙ্গে যারা ওয়ালা স্থাপন করে তাদের প্রতি। অতঃপর,

শাবান মাসকে শাবান নামে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, আরবরা এ মাস এলে যুদ্ধ করার জন্য এবং দুশমনের ওপর হামলা করার জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তো। [ফাতহুল বারী- ইবনে হাজার] এই মাসের এমন কিছু আহকাম রয়েছে যা এই মাসকে অন্য মাসগুলো থেকে অনন্য করে তোলে।

এই মাসে সিয়াম পালনের ফজিলত:

শাবান মাসে সিয়াম পালনের এমন ফজিলত আছে যা অন্য কোন মাসে সিয়াম পালনের ফজিলতের মতো নয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ শাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "নবী ﷺ শাবান মাসের চেয়ে বেশি সিয়াম অন্য কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি পুরো শাবান মাস জুড়েই সিয়াম পালন করতেন।" অন্য বর্ণনায় আছে যে: "তিনি পুরো শাবান সিয়াম রাখতেন বা তিনি কিছু বাদে প্রায় পুরো শাবান সিয়াম রাখতেন।" [বুখারী ও মুসলিম]

শাবান মাসের একদিনের সিয়াম অন্য মাসের দুই দিনের সিয়ামের সমান:

ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইমরান ইবনে হুসাইন ؓ এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইমরান ইবনে হুসাইন ؓ কে বললেন, "তুমি কি শাবান মাসের শেষ দিনের সিয়াম রেখেছিলে?" তিনি বললেন: না। তখন নবী ﷺ বললেন: "তাহলে যখন রামাদান শেষ হবে তখন ঐ এক দিনের স্থানে দু'দিন সিয়াম রেখে নিও।"

হাফিজ ইবনে হাজার বলেন: কুরতুবী বলেছেন, "এই হাদিসে শাবান মাসের সিয়ামের ফজিলতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এটি বোঝানো হয়েছে যে, এই মাসের একদিনের সিয়াম অন্য মাসের দুই দিনের সিয়ামের সমান। যেমন এটি হাদিসের এই বক্তব্য 'তখন ঐ এক দিনের স্থানে দু'দিন সিয়াম রেখে নিও' থেকে উপলব্ধ। অর্থাৎ ঐ দিনের স্থানে সিয়াম রাখো যেদিন তুমি শা'বানের সিয়াম পালন করতে ভুলে গেছো।" [ফাতহুল বারী]

শাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালনের হিকমাহ:

উসামা ইবনে যায়দ ؓ নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন যে: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! শাবান মাসে আপনি যত সিয়াম পালন করেন অন্য কোন মাসে আপনাকে এতো সিয়াম পালন করতে দেখি না যে?" তিনি বললেন: "এটি মূলত রমযান ও রাজাবের মধ্যবর্তী একটি মাস, যাতে মানুষ গাফেল থাকে।

এই মাসে রাব্বুল আলামীনের নিকট আমলনামা পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমি সিয়াম পালনরত অবস্থায় আমার আমলনামা পেশ করা হবে।" [হাদিসটি হাসান, নাসাঈ বর্ণনা করেছেন]

এ থেকে বোঝা যায় যে, শাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করার কয়েকটি কারণ আছে। যেমন,

প্রথম কারণ: মানুষের গাফলতি। কারণ গাফলতির সময়ে ইবাদতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এ সংক্রান্ত কিছু উদাহরণও আছে। ইবনে রজব আল-হাম্বালী তাঁর কিতাব 'লাতা'ইফুল মা'আরিফ দীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযা'ইফ' এ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"এ সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ হল, বাজারে প্রবেশের সময়ে যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে (বাজারে প্রবেশের দু'আ) তার জন্য আল্লাহ যে অঢেল সাওয়াব নির্ধারণ করেছেন। কারণ বাজার হল, গাফলতির স্থান। এখানে মিথ্যা, সুদ-ঘুষ আর অবৈধ স্থানে নজর করার মতো অনেক পাপ কাজ সংঘটিত হয়...; এজন্য যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের পূর্বে দু'আ পাঠ করবে আল্লাহ সুব. তার আমলনামায় হাজার হাজার নেকি লিখে দিয়েছেন, তার হাজার হাজার গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তার মর্যাদা হাজারগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। [সহীহ হাদিস, নাসাঈ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন]

- সালমান ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এশার সালাত পড়ে মানুষ বের হলে তারা সাধারণত তিন শ্রেণির হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণি হল, যার ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হয়নি। দ্বিতীয় শ্রেণি হল, যার লাভ হয়েছে; ক্ষতি হয়নি। তৃতীয় শ্রেণি হল, যার লাভ-লোকসান কিছুই হয়নি। যার শুধু লাভই হয়েছে; কোন ক্ষতি হয়নি - সে হল ঐ ব্যক্তি, যে রাতের অন্ধকার আর মানুষের অচেতনতাকে গনিমত মনে করে সালাতে দাঁড়িয়ে যায়। [হাদিসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন মাওকুফ হিসেবে। لا بأس به মানের সনদে]

- এর আরেকটি উদাহরণ হল, রাসূল ﷺ বলেছেন: "'হারজের' সময়ে ইবাদাত করা আমার নিকট হিজরত করার সাওয়াবের মতো।" [মুসলিম বর্ণনা করেছেন] ইমাম নববী বলেছেন: "এখানে 'হারজ' শব্দটি দিয়ে ফিতনা ও মানুষের দৈনন্দিন বিষয়াশয়ের মাঝে নিহিত ঝামেলাকে ইংগিত করা হয়েছে। এ সময়ে ইবাদতের ফজিলত বেশি হওয়ার কারণ হল, মানুষ এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইবাদাত থেকে উদাসীন থাকে এবং গুটিকয়েক ব্যক্তি ব্যতীত কেউই ইবাদতে মগ্ন হয় না।"

দ্বিতীয় কারণ হল: শাবান হল এমন একটি মাস, যে মাসে আল্লাহর নিকট আমলনামা পেশ করা হয়। আমলনামা পেশ করার তিনটি ধরণ রয়েছে:

১. দৈনিক আমলনামা পেশ করা: রাসূল ﷺ বলেছেন: "নি:সন্দেহে আল্লাহ ﷻ নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর শানও নয়। তিনি আমলের পাল্লা কখনো ভারী করেন আর কখনো উঁচু করেন। দিনের আমলনামা পেশ করার পূর্বে তাঁর নিকট রাতের আমলনামা পেশ করা হয় এবং রাতের আমলনামা পেশ করার পূর্বে দিনের আমলনামা পেশ করা হয়।" অন্য বর্ণনায় আছে যে, "তাঁর নিকট দিনের আমলনামা রাতে আর রাতের আমলনামা দিনে পেশ করা হয়।" [মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

নববী বলেন: "তাঁর নিকট রাতের আমলনামা পেশ করা হয় ঐ দিনের আমলনামা পেশ করার পূর্বেই যা তার পরেই আসছে। অনুরূপ দিনের আমলনামা পেশ করা হয় ঐ রাতের পূর্বেই যা তার পরেই আসছে। দ্বিতীয় বর্ণনার অর্থ হল, তাঁর নিকট দিনের আমলনামা ঐ রাতের শুরুর দিকে পেশ করা হয় যা তার পরেই আসছে আর রাতের আমলনামা পেশ করা হয় ঐ দিনের শুরুর দিকেই যা তার পরেই আসছে। কারণ দুই কাঁধের ফেরেশতা রাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিনের শুরুর দিকে রাতের আমলনামা নিয়ে আসমানে উঠে যান এবং দিন শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাতের শুরুর দিকে দিনের আমলনামা নিয়ে আসমানে উঠে যান। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।"

২. সাপ্তাহিক আমলনামা পেশ করা: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে আমলনামা পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন, যে আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করে না। তবে এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যার মাঝে এবং তার ভাইয়ের মাঝে বিবাদ রয়েছে। তিনি বলেন, 'এই দুজনকে বাদ দাও, যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে।'" [মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

রাসূল ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবার সম্পর্কে আরও বলেন যে: "এই দু'টি দিন এমন, যে দু'দিনে আল্লাহর নিকট আমলনামা পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, সিয়াম পালনরত অবস্থায় আমার আমলনামা পেশ করা হোক।" [হাসান হাদিস, তিরমিযী বর্ণনা করেছেন]

৩. বাৎসরিক আমলনামা পেশ করা: এটি হয়ে থাকে প্রত্যেক বছরের শাবান মাসে। যেমন পূর্বে উল্লিখিত হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট বর্ণিত আছে: "এই মাসে রাব্বুল আলামীনের নিকট আমলনামা পেশ করা হয়।"

তৃতীয় কারণ: উপরে বর্ণিত হাদিসেই রাসূল ﷺ থেকে শাবান মাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে। আর তা হল, শাবান মাস রজব ও রামাদান মাসের মধ্যবর্তী একটি মাস। এজন্য দেখা যায় যে, মানুষ রজব মাসে যত ইবাদাতের প্রতি যত গুরুত্ব দেয় তত গুরুত্ব শাবান দেয় না।

হাফিজ ইবনে হাজার তাঁর কিতাব 'তাবইনুল আজাব বিমা ওরাদা ফী শাহরি রাজাব' কিতাবে বলেন: "এতে এই বিষয়ে ইঙ্গিত আছে যে, রজব মাসের মধ্যে রামাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। মানুষ রামাদানে যেমন ইবাদাত নিয়ে ব্যস্ত থাকে ঠিক তেমন এ মাসেও থাকে, অথচ এ মাসের মত আরেকটি মাস শা'বানের কথা ভুলে যায়। এজন্যই নবী ﷺ এই মাসে সিয়াম পালন করতেন।"

তারপর তিনি উম্মে আযহার ইবনে সা'দ থেকে সনদসহ একটি হাদিস বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি আয়েশা ؓ এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জানালেন যে, তিনি রজবের সিয়াম পালন করেন। তখন আয়েশা ؓ তাকে বললেন, আপনি শাবান মাসে সিয়াম পালন করুন, কারণ শাবান মাসে সিয়াম পালনে বিশেষ ফজিলত আছে।

পক্ষান্তরে আয়েশা ؓ এর হাদিস অর্থাৎ- "আমি রাসূল ﷺ কে শাবান মাসের তুলনায় অন্য কোন মাসে এতো সিয়াম পালন করতে দেখিনি।" এই

হাদিসে তো অন্য মাসের চেয়ে শাবান মাসে সিয়াম পালন করার ফজিলত স্পষ্টই।

চতুর্থ কারণ: শাবান মাসে সিয়াম পালন করার আরেকটি হিকমাহ হল রামাদান মাসের সিয়াম পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ইবনে রাজাব বলেন: "শাবান মাসে সিয়াম পালন করার একটি কারণ হল, তা রামাদানের সিয়াম পালনের প্রস্তুতিস্বরূপ, যাতে রামাদানের সিয়াম পালনে কোন কষ্ট-ক্লেশ না হয়। বরং এমন হয় যে, তিনি পূর্ব থেকেই সিয়াম পালনে অভ্যস্ত হয়ে আছেন এবং যাতে সে শা'বানের সিয়াম পালনের মাঝে সিয়ামের মিষ্টতা ও স্বাদ অনুভব করে। তাহলেই তো সে রামাদানের সিয়ামে পরিপূর্ণ শক্তি ও উদ্যমতা অনুভব করবে।" [লাতা'ইফুল মা'আরিফ দীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওয়াযা'ইফ]

সিয়াম পালন কি পুরো শাবান মাসের জন্য না কিছু অংশের জন্য?

উপরে বর্ণিত আয়েশা ﵂ এর হাদিসের দুইটি বর্ণনা আছে। বর্ণনা দু'টি হল, "তিনি পুরো শাবান মাস সিয়াম পালন করতেন" এবং "তিনি কিছু বাদে প্রায় পুরো শাবান সিয়াম পালন করতেন।"

তবে দু'টি বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করলে প্রতিভাত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাবান মাসের অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করতেন। নববী বলেন: "আয়েশা ﵂ এর বর্ণনাদ্বয়ের মাঝে অর্থাৎ 'তিনি পুরো শাবান মাস সিয়াম পালন করতেন' আর 'তিনি কিছু বাদে প্রায় পুরো শাবান মাস সিয়াম পালন করতেন' দ্বিতীয় বর্ণনাটি প্রথম বর্ণনার ব্যাখ্যাস্বরূপ। দ্বিতীয় বর্ণনাটি বোঝাচ্ছে যে, তিনি যে বলেছেন 'পুরো শাবান' এর অর্থ হল, 'প্রায় পুরো শাবান।'" [শারহু সহীহি মুসলিম]

শাবান ও রামাদানের সিয়ামের মাঝে পার্থক্য করা

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন রামাদানের এক দুই দিন আগ থেকে সিয়াম পালন করা শুরু না করে। তবে কোন ব্যক্তি যদি পূর্ব থেকেই এই দিনে সিয়াম পালন করার আমল করতে থাকে তাহলে সে যেন সেদিন সিয়াম পালন করে।" [বুখারী ও মুসলিম] আম্মার ইবনে ইয়াসির ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি ইয়াওমুশ শাকে[1] সিয়াম রাখল সে যেন আবুল কাসেম ﷺ এর অবাধ্যতা করল।" [হাসান হাদিস, আবু দাউদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন]

আতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি একবার রামাদানের এক দুই দিন পূর্বে ইবনে আব্বাস ﵄ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তিনি তাঁর দুপুরের খাবার এগিয়ে দিয়ে বললেন: 'হে সিয়াম পালনকারীরা!

১. শাবান মাসের ২৯ তারিখের দিবাগত রাতে যদি কোন চাঁদ দেখা না যায় তাহলে ঐ দিন ইয়ামুশ শাক বা সন্দেহের দিন বলে গণ্য হবে।

আপনারা সিয়াম ভেঙ্গে ফেলুন। আপনারা রামাদানের পূর্বে কোন সিয়াম রাখবেন না, মাঝে এক দুই দিন ব্যবধান রাখুন।'" [আবদুর রাজ্জাক তাঁর কিতাব 'মুসান্নাফে' বর্ণনা করেছেন]

ইবনে আব্দুল বার বলেন: "ইবনে আব্বাস ও সালাফদের একটি জামা'আত ﵃ শাবান ও রামাদানের মাঝে এক দুই দিন সিয়াম না রেখে ব্যবধান করাকে মুস্তাহাব বলে থাকেন। অনুরূপ তারা দুই ফরজ সালাতের মাঝে কথা বলা, হাঁটা-চলা করা কিংবা স্থান আগ-পিছ করে ব্যবধান করাকে মুস্তাহাব বলেন।" [আল ইস্তিযকার, আল জামি'উ লিমাযাহিবি ফুকাহাইল আমসার]

রামাদানের অপেক্ষায় শা'বানের দিন গণনা করা

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমরা রামাদানের অপেক্ষায় শা'বানের দিন গণনা কর ।" [হাসান হাদিস, তিরমিযি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন]

মুবারাকপুরী বলেন: "أحصوا শব্দটি হল হামযাতুল কাতা' দ্বারা শুরু। এটি إحصاء মাসদার থেকে নির্গত আদেশসূচক ক্রিয়া। এর মূল অর্থ: পাথর দিয়ে গণনা করা। অর্থাৎ তোমরা هلال شعبان অর্থাৎ শা'বানের দিন গণনা কর لرمضان অর্থ রামাদানের জন্য বা রামাদানের সিয়ামের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার জন্য...।" ইবনে হাজার বলেন: "অর্থাৎ তোমরা শাবানের চাঁদ ভালো করে গণনা কর। তা এভাবে যে, তোমরা চাঁদের উদয় স্থল কক্ষপথ পর্যবেক্ষণ করবে যাতে তোমরা রামাদানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সচেতন থাকতে পারো; তা যেন ছুটে না যায়।" [তুহফাতুল আহওয়াযী ফী শারহি সুনানিত তিরমিযী]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য শাবানের সিয়াম পালন করাকে সহজ করে দিন এবং রামাদান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবীদের প্রতি।

মাসের ফাজায়েল ও আহকাম

মাকতাবাহ আল হিম্মাহ
শাবান ১৪৩৮